① অর্থবিদ্যা কাকে বলে?

→ যে শাস্ত্র পাঠ করলে সীমিত সম্পদ বা উপকরণ দিয়ে কীভাবে মানব জাতির অসীম অভাবপূরণ করা যায় বা তার সমাধানসূত্র পাওয়া যায় — তাকে অর্থবিদ্যা বলে।

② (i) অর্থবিদ্যার জনক হলেন অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith)

(ii) অ্যাডাম স্মিথের লেখা বইটির নাম 'An Inquiry into the Nature and Causes of the wealth of Nation'.

(iii) তাঁর এই লেখা বইটি 1776 সালে প্রকাশিত হয়।

③ অ্যাডাম স্মিথের মতে অর্থনীতি কাকে বলে?

→ অ্যাডাম স্মিথের মতে অর্থনীতি হল সম্পদের বিজ্ঞান। (Economics is the science of wealth.) অর্থাৎ কীভাবে কোনো দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধি পাবে বা কোনো দেশের ধনসম্পদ কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে সেই সম্পর্কে যে বিশেষ জ্ঞান দেয় তাকে অর্থনীতি বলে।

সমালোচনা = তিনি কেবল সম্পদের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু সম্পদ যারা সৃষ্টি করেছেন সেই মানুষ ও তাদের কল্যাণের দিকটি বিচার করেননি।

④ মার্শালের মতে অর্থনীতি কাকে বলে?

→ মার্শালের মতে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা করা এবং বস্তুগত কল্যাণের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিগত ও সামাজিক কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা করা যে শাস্ত্রের কাজ তাকেই অর্থনীতি বলে।

সমালোচনা = তিনি মানুষের প্রতিদিনের কাজকর্মের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কিন্তু সম্পদের অপ্রাচুর্য ও মানুষের অসীম অভাবের দিকটি বিচার করেননি।

⑤ রবিন্সের মতে অর্থনীতি কাকে বলে?

→ রবিন্সের মতে অর্থনীতি হল — এমন একটি বিজ্ঞান যার কাজ বিভিন্ন ব্যবহার আছে এমন সব সীমাবদ্ধ উপকরণকে কীভাবে অসংখ্য অভাবপূরণের কাজে লাগানো যায় তা নিয়ে আলোচনা করা।

সমালোচনা = তিনি সীমিত সম্পদ, মানুষের অসীম অভাব এবং উপকরণের দক্ষ ব্যবহারের উপর জোর দিয়েছেন কিন্তু মানুষের মধ্যে দ্রব্য ও সেবাকার্যের বিনিময়ের সমস্যাকে উপেক্ষা করেছেন।

⑥ i) অর্থনীতির সম্পদকেন্দ্রিক সংজ্ঞা দেন Adam Smith.

ii) অর্থনীতিকে প্রতিদিনের জীবনযাপন বলেছেন Alfred Marshall.

iii) অর্থনীতিকে অভাবের বিজ্ঞান বলেছেন Lionel Robins.

⑦ (i) সামাজিক কাজ কাকে বলে?

→ মানুষ ও প্রকৃতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত কাজটি যখন ব্যক্তি-নিরপেক্ষভাবে ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন করা হয় তখন তাকে সামাজিক কাজ বলে। সমাজ এই কাজের ফলভোগ করে থাকে।

(ii) ব্যক্তিগত কাজ কাকে বলে?

→ যখন কোনো কাজ ব্যক্তি তার খেয়ালখুশিমতো করে থাকে এবং সেই কাজের ফলভোগ ব্যক্তি নিজে করে থাকে, তখন তাকে ব্যক্তিগত কাজ বলে।

(iii) সামাজিক সম্পর্ক কাকে বলে?

→ যেসব সম্পর্ক ঐতিহাসিক বিবর্তনের পথে ব্যক্তি-নিরপেক্ষভাবে গড়ে ওঠে তখন তাকে সামাজিক সম্পর্ক বলে, যেমন — ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্ক, পিতা-পুত্রের সম্পর্ক, গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক ইত্যাদি।

(iv) সমাজবিজ্ঞান কাকে বলে?

→ সামাজিক কাজ এবং সামাজিক সম্পর্ক এদের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক আছে তা নিয়ে আলোচনা করা হয় যে শাস্ত্রে তাকে সমাজবিজ্ঞান বলে। অর্থনীতিকে সমাজবিজ্ঞান বলা হয়।

④ উৎপাদন কাকে বলে?

→ উৎপাদন কাকে বলে এ বিষয়ে দুটি মতবাদ আছে, যথা:—

(i) ধ্রুপদী মত: এই মত অনুযায়ী উৎপাদন হল একটি সামাজিক কাজ যার মূল উদ্দেশ্য বস্তুর এক অবস্থা থেকে অন্য এক অবস্থায় রূপান্তর করা। (production is a Social activity whose main purpose is to change from one State of matter into another.)

এই মত অনুযায়ী উৎপাদনের তিনটি ধরন যথা:—

ⓐ পরিমানগত রূপান্তর

ⓑ গুনগত রূপান্তর

ⓒ অবস্থানগত রূপান্তর

কৃষিক্ষেত্রে পরিমান গত রূপান্তর ঘটে থাকে। যেমন ধরা যাক এক কুইন্টাল আলুকে বীজ হিসাবে ব্যবহার করে 40 কুইন্টাল আলু উৎপাদন করা হল। এক্ষেত্রে আলুর বিরাট একটা পরিমানগত পরিবর্তন ঘটল, তাই এটি উৎপাদন।

শিল্পক্ষেত্রে গুনগত পরিবর্তন ঘটে, যেমন একবস্তা তুলো থেকে এক বস্তা সুতো এবং তা থেকে একবস্তা শাড়ি উৎপাদন করা হল। এক্ষেত্রে তুলো, শাড়ি, সুতো এদের ওজনের কোনো পরিবর্তন হল না কেবলমাত্র আকার ও রূপের পরিবর্তন ঘটেছে তাই এটি একটি উৎপাদন।

খনি থেকে খনিজ পদার্থের উত্তোলন এর ক্ষেত্রে অবস্থানগত পরিবর্তন ঘটে। এক্ষেত্রে খনিজ পদার্থের আকার, আকৃতি ও পরিমানের কোনো পরিবর্তন ঘটেনা কেবলে অবস্থানের পরিবর্তন ঘটেছে। তাই এটি উৎপাদন।

ধ্রুপদীমত অনুযায়ী ডাক্তার, শিক্ষক, গায়ক প্রভৃতি ব্যক্তিরা যে সেবাকার্য বা অদৃশ্য বস্তু সৃষ্টি করে তাকে উৎপাদন হিসাবে ধরা হয় না। কারন এক্ষেত্রে পরিমানগত, গুনগত ও অবস্থানগত কোনোরকম পরিবর্তন ঘটেনা।

(ii) নয়া - ধ্রুপদীমত: এই মত অনুযায়ী বিনিময়ের মাধ্যমে উপযোগিতা সৃষ্টি করাকে উৎপাদন বলে (Production is the creation of utility through exchange). এই মত অনুযায়ী কোনো কৃষক তার কৃষিজমিতে কৃষিজ ফসল উৎপাদন করলেও যদি তা বাজারে বিক্রি না করে বা বিনিময় না করে কেবলমাত্র নিজের পরিবারের লোকের জন্য ব্যবহার করে তখন তাকে উৎপাদন বলা হয়না।

উপরের এই দুটি মতের মধ্যে উৎপাদনের ধ্রুপদীমতটি সবথেকে বেশি গ্রহণযোগ্য।

⑨ উৎপাদনের উপাদান কাকে বলে?

→ কোনো দ্রব্য উৎপাদন করার জন্য যেসব জিনিসের দরকার সেগুলিকে উৎপাদনের উপাদান বা উপকরণ বলে। (Factor or input of production.)

উৎপাদনের উপাদান চারটি, যথা:—

(i) জমি (Land), (ii) শ্রম (Labour). (iii) মূলধন (Capital), (iv) উদ্যোগ বা সংগঠন (organisation)

⑩ i) জমি কাকে বলে?

→ সংকীর্ণ অর্থে কেবলমাত্র ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগকে জমি বলা হয়। তবে ব্যাপক অর্থে ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগ, সূর্যের আলো, জল, বাতাস যেগুলি প্রকৃতির দান সেগুলিকে জমি বলে।

ii) জমির বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি?

→ জমির বৈশিষ্ট্যগুলি হল, যথা:—

(a) জমির যোগান সীমাবদ্ধ কোনো মতেই জমির যোগান বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়।

(b) জমি প্রকৃতির দান, জমি উৎপাদন করা যায়না। সুতরাং জমির কোনো উৎপাদন ব্যয় নেই।

(c) জমি স্থানান্তর করা যায়না, অর্থাৎ একস্থান থেকে তুলে অন্যস্থানে জমিকে আনা যায়না। তবে জমির মালিকানাস্বত্বের হস্তান্তর অনায়াসে করা যায়।

(d) অবজমির উর্বরতা শক্তি একরকম নয়। কোনো জমি খুব উর্বর এবং কোনো জমি অনুর্বর।

(e) জমির বহু বিকল্প ব্যবহার আছে।

(f) জমির উৎপাদন ব্যয় শূন্য, কিন্তু জমি ব্যবহার করার জন্য জমির মালিককে যে দাম দিতে হয় তা খাজনা নামে পরিচিত।

(g) জমিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনবিধি বা নিয়ম দ্রুত কার্যকরি হয়।

(iii) ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদনবিধিটি কী?

→ জমির পরিমাণ স্থির রেখে শ্রম এবং মূলধনের নিয়োগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি করলে অতিরিক্ত উৎপাদন বা প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশঃ হ্রাস পায়। এটিকে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনবিধি বলে।

জমির পরিমাণ	শ্রম ও মূলধন	মোট উৎপাদন	প্রান্তিক উৎপাদন
1 হেক্টর	1 একক	10 কুই	---
"	2 একক	22 "	12 কুই
"	3 "	27 "	5 "
"	4 "	31 "	4 "
"	5 "	33 "	2 "
"	6 "	33 "	0 "

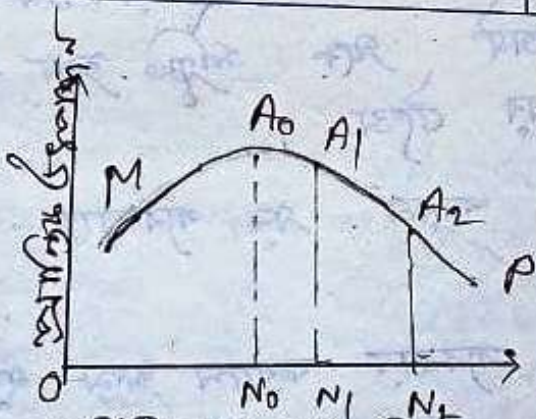

উপরের চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে শ্রম এবং মূলধনের ব্যবহার যত বেশি করা হয়েছে মোট উৎপাদনের পরিমাণ বেড়েছে এবং বাড়তে বাড়তে সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছেছে ফলে প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশঃ কমেছে এবং শেষে শূন্যে পৌঁছেছে।